রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১২, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৭ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১১ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.২২.০৯—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকা মহানগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষায়িত, আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক গণপরিবহণ ব্যবস্থায় মেট্রোরেল সেবা এমআরটি লাইন-৬ দিয়াবাড়ি হতে আগারগাঁও অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শহরভিত্তিক বৈদ্যুতিক রেল ব্যবস্থা মেট্রোরেল যুগে প্রবেশ করলো; যা বাংলাদেশের জনগণকে আধুনিক গণপরিবহণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যস্ততম শহরে স্বস্তির যোগাযোগ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও বর্তমান সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার পূরণের পথ সুগম করেছে।

০২। মেট্রোরেল সেবার প্রথম এমআরটি লাইন-৬ দিয়াবাড়ি হতে আগারগাঁও অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের মাধ্যমে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনপূর্বক তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ২৫ পৌষ ১৪২৯/০৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

০৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা: ২৫ পৌষ ১৪২৯ / ০৯ জানুয়ারি ২০২৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকা মহানগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষায়িত, আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক গণপরিবহণ ব্যবস্থায় মেট্রোরেল সেবা এমআরটি লাইন-৬ দিয়াবাড়ি হতে আগারগাঁও অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শহরভিত্তিক বৈদ্যুতিক রেল ব্যবস্থা মেট্রোরেল যুগে প্রবেশ করলো; যা বাংলাদেশের জনগণকে আধুনিক গণপরিবহণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যস্ততম শহরে স্বস্তির যোগাযোগ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও বর্তমান সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার পূরণের পথ সুগম করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন যাত্রার সূচনা করেছিলেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সর্বাধুনিক করার জন্য বিভিন্ন মেগা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর মেট্রোরেল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যা নগর গণপরিবহণ ব্যবস্থায় একটি অনন্য মাইলফলক। জাইকার অর্থায়নে ২০০৯ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এক বছরের পরিচালিত সমীক্ষায় সর্বপ্রথম 'এমআরটি লাইন-৬' নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। সরকার জাইকার কাছ থেকে কারিগরি ও আর্থিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে ২০১১ সালে 'ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ নির্মাণ' প্রকল্প গ্রহণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৬ জুন ২০১৬ সালে এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন এবং এর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে প্রথম বাণিজ্যিক যাত্রী হিসাবে যাত্রা করে বাংলাদেশে মেট্রোরেলের ইতিহাসে নব দিগন্তের সূচনা করেন।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলে বিশ্বের আধুনিকতম প্রযুক্তিভিত্তিক রেল পরিষেবা মেট্রোরেল নির্মাণ এবং তা উদ্বোধন সম্পন্ন করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে। মন্ত্রিসভা আরও মনে করে যে, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন মেগা প্রকল্প গ্রহণ ও তা সম্পন্ন করার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

মেট্রোরেল সেবার প্রথম এমআরটি লাইন-৬ দিয়াবাড়ি হতে আগারগাঁও অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের মাধ্যমে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনপূর্বক তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd